

ইন্টারনেট এবং আমাদের অধিকার

শোয়েব আব্দুল্লাহ ✶ সুবিনয় মুস্তফী ইরন

লেখক ও সংকলক

শোয়েব আব্দুল্লাহ
সুবিনয় মুস্তফী ইরন

সম্পাদনা

পার্থ প্রতীম দাস

ডিজাইন

সুবিনয় মুস্তফী ইরন

info@activaterights.org

মে ২০২৩, ঢাকা



—	ইন্টারনেট স্বাধীনতা	০৫
—	ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ	১০
—	ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা ও প্রভাব	১৫
—	শাটডাউনে কী করবেন	২৭
—	ইন্টারনেট গতি পরিমাপ	৩২
—	ইন্টারনেট অধিকার রক্ষায় তরুণদের ভূমিকা	৩৬



ইন্টারনেটকে একসময় বাস্তবতার বাইরের কিছু মনে করা হলেও, বর্তমানে একে বাস্তবতা থেকে আলাদা করা যায় না। যোগাযোগ থেকে শুরু করে জীবন-যাপনের অনেক জরুরী কাজে ইন্টারনেট জড়িত। ইন্টারনেট তাই কেবল বিশেষ সুবিধা নয়, অধিকার। যে অধিকার সম্পর্কে জানাবোবা থাকা জরুরী। একদিকে যখন ইন্টারনেটের জয়জয়কার, অন্যদিকে তখনই দুনিয়াজুড়ে ইন্টারনেট প্রাপ্তিতে অসমতা আছে, সেন্সরশিপ বাড়ার মতো ঘটনা আছে। আছে অকারণে ইন্টারনেট বন্ধ বা ইন্টারনেটকে কেন্দ্রে করে নাগরিকদের উপর শারীরিক বা মানসিক আক্রমণ। সব মিলিয়ে বলতে হলে— ইন্টারনেট স্বাধীনতার বাস্তবিক চেহারা খুব চমৎকার নয়। আর এজন্যেই প্রয়োজন ইন্টারনেট অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের বোঝাপড়া, এবং এই অধিকার সমুন্নত রাখতে দায়িত্বশীল মহলের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা।

এসকল প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখেই এই গাইডবুকটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গাইডবুকটিতে ইন্টারনেট অধিকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ইন্টারনেট অধিকারের আইনি বাস্তবতা এবং ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ঘটনা ঘটলে তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য লাভের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত রয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ঘটনার আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে নাগরিকদের নানা অভিমত। গাইডবুকটিতে ইন্টারনেট শাটডাউন বা নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলার কিছু কৌশল সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এই গাইডবুকটি তৈরীতে আমাদের যে বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ করে একটিভেট রাইটসের সহকর্মী সাঈদ মাহমুদ সোহরাব, মুজাহিদুল ইসলাম, ফারজানা মীম, আজহারুল ইসলাম তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামতের মাধ্যমে আমাদের কাজকে সহজ করেছেন। তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি তরুণদের ইন্টারনেট অধিকার সম্পর্কে বোঝাপড়ায় ভূমিকা রাখতে পারে, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

একটিভেট রাইটসের পক্ষে—

শোয়েব আব্দুল্লাহ

সুবিনয় মুস্তফী ইরান



গণতন্ত্রের জন্য আমাদের ওয়েবের
স্বাধীনতা দরকার। গণমাধ্যমের জন্য
ওয়েবের স্বাধীনতা দরকার।
আমাদের যেকোনো কিছুর জন্যই
ওয়েবের স্বাধীনতা দরকার।

-
টিম বার্নার্স লি

ইন্টারনেট স্বাধীনতা

ইন্টারনেট আমাদের বিশ্ব বাস্তবতাকে দিয়েছে ভিন্ন এক আঙ্গিক। এর বদৌলতে পুরো দুনিয়াই এখন এসে গেছে কয়েকটি ক্লিকের দূরত্বে। ইন্টারনেট ব্যবহার আমাদের জীবনকে যেমন সহজ করেছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে চমকপ্রদ পরিবর্তন। ইন্টারনেট ছাড়া আজ অনেক কিছুই চিন্তা করা কঠিন। ২০২৩ সালের শুরুর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পৃথিবী জুড়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ দশমিক ১৬ বিলিয়ন।^১ শতকরা হিসেবে যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ। এবং এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

তবে বৈশ্বিক পরিসরে ইন্টারনেট সুবিধা উপভোগের ক্ষেত্রে এখনো আছে নানাবিধ সংকট। এর মধ্যে ইন্টারনেট প্রাপ্তিতে অসমতা, সেন্সরশিপ বাড়ার মতো ঘটনা যেমন আছে, তেমনি আছে অকারণে ইন্টারনেট বন্ধ বা ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে নেট-নাগরিকদের শারীরিক বা মানসিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবার মতো ঘটনাও। এইসব কিছু মিলিয়েই গড়ে উঠেছে ইন্টারনেট স্বাধীনতার ধারণা।

বিশ্বজুড়ে কোনো দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা কতটা স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন— তা নিয়ে ১০টি মানদণ্ডের বিবেচনায় নিয়মিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আমেরিকান বেসরকারি সংস্থা ফ্রিডম হাউজ। বিগত কয়েক বছরের গবেষণা ফলাফল অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা ‘আংশিক স্বাধীন’।^২



ইন্টারনেট স্বাধীনতা কী

ইন্টারনেট স্বাধীনতা মূলত একটি সামষ্টিক ধারণা। যা ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে পরিচালিত বেশ কিছু চর্চার স্বচ্ছতা ও নিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয়। এসবের মধ্যে আছে ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তভাবে অধিকার চর্চার সুযোগ, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, নাগরিকদের সমানভাবে ইন্টারনেট সংযোগ ও পরিষেবা উপভোগ নিশ্চিত করা, ইন্টারনেট সেন্সরশিপের অবসান এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষতা বা— নেট নিউট্রালিটি। এই চর্চাগুলো একত্রে মিলেই ইন্টারনেট স্বাধীনতার ধারণাটি তৈরী করেছে। একটি মুক্ত গণতন্ত্র এবং শক্তিশালী নাগরিক সমাজের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী।

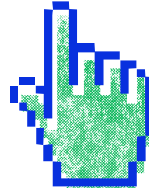
ইন্টারনেট কেন অধিকার

সাধারণভাবে অধিকার হলো কোন কিছুর উপর মানুষের দাবি ও স্বত্ব। অর্থাৎ, যা মানুষ হিসাবে তার প্রাপ্য। এটি হতে পারে নৈতিক অধিকার, বা আইনি অধিকার। ভেবে দেখুন, আপনার খিদে পায়, খাবার না পেলে শরীরের ক্ষতি হয়, স্বাস্থ্যহানি হলে চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। এগুলো আপনার অধিকার, আর এই সেবাগুলো নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ঠিক সেভাবেই বর্তমানে ইন্টারনেট দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। ইন্টারনেট না থাকার কারণে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপার্জন, ব্যবসা, যোগাযোগ ইত্যাদি অনেক কিছু থেকে আপনি বঞ্চিত হতে পারেন। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলোর সঙ্গে এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে ইন্টারনেট। ফলে অনলাইন আর অফলাইনের দূরত্ব এখন খুব বেশি নয়। প্রায় চারশ’ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে দুনিয়া জুড়ে। এই সংখ্যাটি বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেন কিনা— এমন প্রশ্নকে সামনে রেখে ২০১০ সালে ২৬টি দেশে ২৭ হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ওপর এক জরিপ পরিচালনা করেছিল বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস। জরিপে দেখা যায়, প্রতি পাঁচজনের চারজনই মনে করেন, ইন্টারনেট মানুষের মৌলিক অধিকার, অনলাইনে মতামত প্রকাশের ব্যপারে অনেকেই সতর্ক এবং ইন্টারনেটে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে তারা সচেতন।

২০১১ সালে সভা-সমাবেশের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল রিপোর্টিয়ার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পেশ করা এক প্রতিবেদনে বলেছেন:

// ইন্টারনেট প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে, যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে।



জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন কী বলে

ইন্টারনেট স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় পরিসরে বেশ কিছু নৈতিক অবস্থান আছে। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে ইন্টারনেটকে মৌলিক মানবাধিকার সাব্যস্ত করে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়নি। ২০১১ সালে জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার ফ্রান্স লা রু জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের অধিবেশনে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগকে মানবাধিকার হিসাবে তুলে ধরেন। পরে ২০১৬ সালের ২৭ জুন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের মানবাধিকার পরিষদের ৩২তম সেশনে ‘দি প্রোমোশন, প্রটেকশন অ্যান্ড ইনজয়মেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস অন দ্য ইন্টারনেট’ শিরোনামে একটি খসড়া রেজুলেশন প্রকাশ করেছিল। তাতে বলা হয়, “মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকারের মতো অফলাইনে মানুষের যে অধিকার রয়েছে তাকে অনলাইনেও সুরক্ষিত করতে হবে।” জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং বৈশ্বিক আন্তঃযোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি এই রেজুলেশনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

মূলত জাতিসংঘের এই রেজুলেশন ছিল ২০১৪ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত দ্য ফিউচার অব ইন্টারনেট গভর্নেন্স-এর উপর বৈশ্বিক অংশীজনের সভার ফলাফল। সভায় মানুষের অধিকারগুলোকে অনলাইনেও সংরক্ষণে জোরারোপ করা হয়েছিলো। রেজুলেশনটিতে ইন্টারনেটকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে সেগুলো নিশ্চিতকরণে জোরারোপ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হিসেবে বলা হয়—

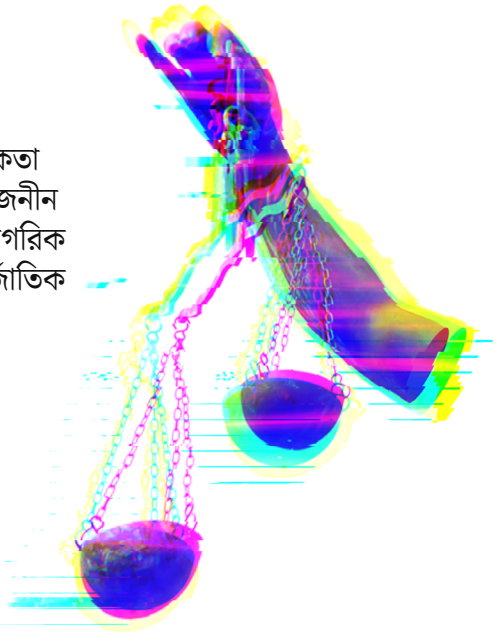
১. মানুষ অফলাইনে যেসব অধিকার ভোগ করে সেসব অধিকার অনলাইনেও ভোগ করবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) অনুচ্ছেদ ১৯ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) অনুসারে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য একজন ব্যক্তি তার পছন্দ অনুসারে যে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন।
২. ইন্টারনেটের বৈশ্বিক এবং মুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে যে কোনো উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

অর্জনের জন্য ইন্টারনেটকে এই রেজুলেশনে প্রধান চালিকা শক্তি (Driving force) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৩. শিক্ষার অধিকার সমুন্নত করা এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইন্টারনেটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৪. সাইবার জগতে অসমতা দূর করার জন্য সকল রাষ্ট্রকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।
৫. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সকল রাষ্ট্রকে লিঙ্গ বিষয়ক ডিজিটাল অসমতা দূর করতে ইন্টারনেটের প্রসারের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলা হয়।

এছাড়াও জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে এবং সভা-সমাবেশের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল রিপোর্টারের বিগত বছরগুলোতে একাধিকবার ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে একাধিক বক্তব্য রেখেছেন। যার সবগুলোতেই ইন্টারনেট স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করতে অংশীজনদের সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তবে জাতীয় পরিসরে বাংলাদেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। কিছু বাধ্যকতা আছে। বাংলাদেশ, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলোর একটি। ফলে জাতিসংঘ ঘোষিত বিধিমালা অনুসরণের আইনত কোনো বাধ্যকতা না থাকলেও নৈতিকভাবে বাধ্য দেশটি। ইন্টারনেট স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘের অন্য সব সদস্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ

কোনো দেশে ইন্টারনেট সেবা নিয়ন্ত্রিত হলে নাগরিকেরা শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। এই নিয়ন্ত্রণ ঘটতে পারে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ বা শাটডাউন, গতি সীমিতকরন বা ইন্টারনেট-ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে সেন্সরশিপ আরোপের মাধ্যমে। এমন পরিস্থিতি কোনো স্থান বা দেশের নাগরিকেরা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন। সাধারণভাবে বললে—

ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে প্রশাসনের নির্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট সুবিধাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ বা ব্ল্যাকআউট করা। ইন্টারনেট গতিকে স্বাভাবিক মাত্রার থেকে কমিয়ে দেওয়া বা সোশ্যাল মিডিয়া এবং মেসেজিং অ্যাপের মতো নির্দিষ্ট গণপরিষেবাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া।



#KeepItOn

#KeepItOn হলো বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট শাটডাউনের বিরুদ্ধে ১০৫টি দেশের মাঠ পর্যায়ে কাজ করা ২৪০টিরও বেশি সংস্থার একটি বৈশ্বিক জোট। ডিজিটাল মাধ্যমে অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান Access Now -এর উদ্যোগে জোটটি গঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। সেই সময় থেকে তারা বিভিন্ন সৃজনশীল উপায়ে ইন্টারনেট সুবিধা বন্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই জোটের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মুক্ত মতপ্রকাশ নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট সেবা বন্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে কাজ করা অধিকার কর্মী এবং সংস্থাগুলির প্রচেষ্টাকে আইনি ও পলিসি পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে একত্রিত ও সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

#KeepItOn জোট ইন্টারনেট শাটডাউনকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে—

// শাটডাউন হলো তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্টারনেট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাঘাত ঘটানোর প্রচেষ্টা, যার ফলে কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নাগরিকদের ইন্টারনেট সুবিধাকে কার্যকরভাবে অব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘থ্রটলিং’-এর দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়। কারণ এটি পরিমাপ করা কিছুটা কঠিন। ‘থ্রটলিং’ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেওয়া। এতে ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ না করে নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইন্টারনেট ডেটা সার্ভিসের গতি খুব ধীর করে দেওয়া হয়। অথবা, মোবাইল ইন্টারনেটের সার্ভিসের মান কমিয়ে দেওয়া হয়।

যেমন কোনো দেশে হয়তো ফোর-জি গতির মোবাইল ডেটা সার্ভিস আছে, কিন্তু সেটিকে টু-জি-তে নামিয়ে আনা হতে পারে, যেন কেউ ভিডিও শেয়ার, লাইভস্ট্রিম, বা অনলাইনে কল না করতে পারে। ২০২২ সালে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে একাধিকবার এই পদ্ধতিতে ইন্টারনেট শাটডাউন করা হয়েছে।



ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে— এমন দাবি করার ক্ষেত্রে
তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি জরুরী:



একটি নির্দিষ্ট
স্থান বা পরিসর



ইচ্ছাকৃত,
কিংবা বিশেষ
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

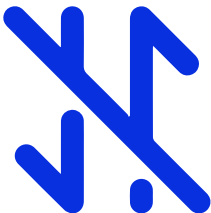


রাষ্ট্রীয় নির্দেশ
বা বলপ্রয়োগ,
অথবা বিদেশী
ও অরাষ্ট্রীয়
কোনো পক্ষের
বলপ্রয়োগ

ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ বা শাটডাউন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সাধারণত এর
তিনটি ধরন দেখা যায়। যার মধ্যে আছে:

টোটাল
ব্ল্যাকআউট

যখন সরকার বা অন্য
কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো
নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশে
ইন্টারনেট সুবিধা
পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়,
বা ইন্টারনেটের সমস্ত
অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেয়।



সোশ্যাল মিডিয়া
প্ল্যাটফর্ম ব্লক

এই ধরনের শাটডাউনের
ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট
ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল
মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম
ব্লক করা হয়। কিন্তু
ইন্টারনেট ব্যবহারের
অন্যান্য সেবা খোলা
থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষত
ফেসবুক, টুইটার,
হোয়াটসঅ্যাপের মতো
দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ
মাধ্যমগুলো বন্ধ করে
দেওয়া হয়।

নেটওয়ার্ক
থ্রটলিং

এই প্রক্রিয়ায়
ইন্টারনেটের গতি
ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে
দেওয়া হয়, যা
ব্যবহারকারীদের জন্য
নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা
পরিষেবাগুলি ব্যবহার
করা, লাইভস্ট্রিম করা
কঠিন বা অসম্ভব করে
তোলে। যেমন: মোবাইল
ইন্টারনেট সেবা থ্রিজি
বা ফোরজি থেকে
টুজিতে নামিয়ে রাখা।

কখন করা যায়, কখন যায় না

ইন্টারনেট অধিকারের প্রশ্নে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমনটি আমরা আগে জেনেছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট শাটডাউন বা নিয়ন্ত্রণ বিধি-বিরুদ্ধ নয়। রাষ্ট্রীয় বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা, কোনো দেশের ‘জাতীয় স্বার্থ’ বা সাধারণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে যেভাবে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ও আইসিসিপিআর সীমিত হতে পারে, ইন্টারনেটও সেই বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

তবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কোনো ঘোষণা বা আইন নেই। এ অবস্থায় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে সাইবার জগতে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা কর্মীরা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘প্রয়োজনীয়তা ও সমানুপাতিকতা কাঠামো’ (necessity and proportionality framework) প্রস্তাব করেছে।^৩ নাগরিকের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার আগে রাষ্ট্রকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করতে হয় যে, সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক, আইনত বৈধ, ন্যায্য ও সমানুপাতিক। এই সাধারণ নীতি যেকোনো ইন্টারনেট শাটডাউনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনুসরণীয়। সংক্ষেপে বললে—

- ইন্টারনেটের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হলে তা সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করে তার অধীনে করতে হবে। যে কোনো ধরনের বিধি নিষেধের পেছনে ‘বৈধ’ ও ‘প্রয়োজনীয়’ উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
- বিশেষ পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদার করতে হবে এবং পূর্ব সতর্কতা জারি করতে হবে।
- অংশীজনদের মতামতের প্রেক্ষিতে ইন্টারনেটের বিধি-নিষেধ আরোপের ‘প্রয়োজনীয়তা’ বা যৌক্তিকতা যাচাই এবং ‘আনুপাতিকতা’ বা সেটি কত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে হবে— তা নির্ধারণ করতে হবে।
- ইন্টারনেটে যে কোনো বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

কেন অধিকার লঙ্ঘন

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট হয়ে উঠেছে মতপ্রকাশের অপরিহার্য একটি মাধ্যম। ফলে, ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মূলত মতপ্রকাশের অধিকারকেই সঙ্কুচিত করে। আবার ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নাগরিকদের সংগঠিত হওয়া এবং প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবেও। সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার যে অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে। ফলে ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধের মতো ঘটনাগুলো সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্তি অধিকারের লঙ্ঘন। এছাড়াও ইন্টারনেট শাটডাউনের মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, উপার্জনের অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং এটি মানুষের জীবন জীবিকাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

ইন্টারনেট শাটডাউনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অবস্থান

জাতিসংঘের বিভিন্ন লেখাপত্রে বিভিন্ন সময় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাকে অধিকার হিসেবে উল্লেখ করে ইন্টারনেট শাটডাউনের অবসান ঘটানোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের অফিস থেকে ইন্টারনেট বন্ধের প্রবণতার উপরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সভা-সমাবেশের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্টার- রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা এবং অন্যান্য অংশীজনদের ইন্টারনেট শাটডাউন না করার জন্য নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।



ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা ও প্রভাব

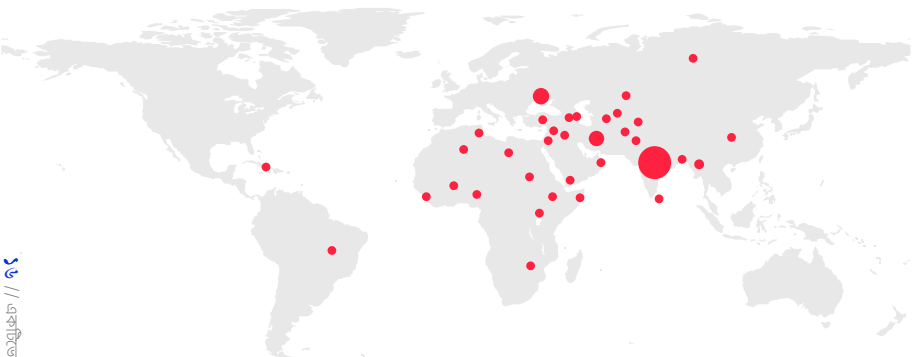
প্রবণতা: কখন থেকে শুরু, এখন যেমন

প্রথম ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ

ইন্টারনেট শাটডাউনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৫ সালে নেপালে।^৪ দেশটিতে একটি অভ্যুত্থানের সময় পুরো টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে এটি ধারাবাহিকভাবেই ঘটতে থাকে। বিশেষভাবে ২০১১ সালে আরব বসন্ত বিক্ষোভের সময় একাধিক আরব দেশে সরকারি নির্দেশে ইন্টারনেট সুবিধা বন্ধ করা হয়েছিল।^৫

এখন যেমন

ডিজিটাল মাধ্যমে অধিকার নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে কাজ করছে অ্যাকসেস নাও। বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে ৩৫টি দেশে রেকর্ড ১৮৭ বার ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা ঘটেছে। ২০২১ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১৮২। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি বার (৮৪) ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের ঘটনা ঘটেছে ভারতে। তালিকায় এরপর আছে ইউক্রেন (২২), ইরান (১৮) ও মিয়ানমার (৭)। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই আছে বাংলাদেশের নাম। এখানে ইন্টারনেট শাটডাউনের ঘটনা ঘটেছে ৬ বার।



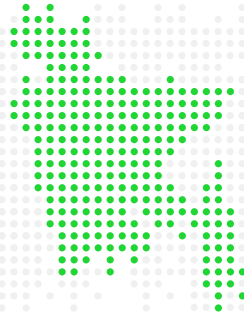
বাংলাদেশ ও ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ

ইন্টারনেট শাটডাউন, গতি সীমিত করা বা সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধের মতো ঘটনাগুলো বাংলাদেশে বিরল নয়। ২০০৯ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা কোনো না কোনোভাবে ইন্টারনেট শাটডাউনের মুখে পড়েছেন। এসব শাটডাউনের মধ্যে রয়েছে গণহারে নেটওয়ার্ক ব্ল্যাকআউট, যোগাযোগের অ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ব্লক করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি কমানো (থ্রটলিং)।

২০১২ থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত অন্তত ১৭টি ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা দেখা গেছে। এসবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, রাজনৈতিক বিক্ষোভ, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা বা স্থানীয় নির্বাচনে ভুয়া তথ্যের বিস্তার ঠেকানো মতো প্রসঙ্গকে।

তবে বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে দেশব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা খুব বেশি নয়। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে এমন ব্ল্যাকআউটের দুটি ঘটনার হদিস পাওয়া যায়। প্রশাসনিক ভাষ্য অনুযায়ী— এর একটি ঘটেছিল ত্রুটিজনিত কারণে, এবং অন্যটি করা হয়েছিল যেকোনো দুর্যোগে জরুরী প্রয়োজনে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা অর্জনের এক মহড়ার অংশ হিসেবে। এছাড়াও, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০২০ এর আগস্ট মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ছিল।

তবে একক বছর হিসেবে দেশে এক বছরে সর্বোচ্চ ইন্টারনেট শাটডাউনের ঘটনা ঘটেছে ২০২২ সালে। ডিজিটাল মাধ্যমে অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান অ্যাকসেস নাও তাদের প্রতিবেদনে ৬টি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেও গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় সূত্র থেকে অন্তত ৭টি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে একটিভেট রাইটস। বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করছেন, আগামী দিনগুলিতে ইন্টারনেট সুবিধা বাধাপ্রাপ্তের ঘটনা আরও বাড়তে পারে।



যেভাবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করা হয়

ব্ল্যাকআউট: ইন্টারনেট কাঠামো অকার্যকর করে দেওয়ার মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়। এটি ব্রডব্যান্ড কিংবা মোবাইল ইন্টারনেট, উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে।

থ্রটলিং: এই পদ্ধতিতে ইন্টারনেট সেবা একেবারে বন্ধ না করে ইন্টারনেট ডেটা সার্ভিসের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, থ্রিজি বা ফোরজি নেটওয়ার্ক থেকে টুজিতে নামিয়ে আনা।

আইপি ব্লক: IP Address এর পূর্ণরূপ Internet Protocol Address। ইন্টারনেটে যুক্ত থাকা নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইসে একটি নির্দিষ্ট প্রটোকলের ঠিকানা থাকে, একেই আইপি অ্যাড্রেস বলে। নির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস ধরে ধরেও ইন্টারনেটে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রবেশ বন্ধ করা যায়।

DNS হস্তক্ষেপ: ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS) অনেকটা ইন্টারনেটের ফোনবুকের মতো কাজ করে। যেমন, google.com-এর মতো ডোমেইনের নামের বিপরীতে একটি আইপি ঠিকানা থাকে। যা অনুসরণ করে সেই ওয়েবসাইটটিতে পৌঁছানো যায়। এই আইপি ঠিকানাকে ব্লক করে দেওয়ার মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপে প্রবেশ করায় বাধা দেওয়া সম্ভব।

এছাড়া উল্লেখ করা যায় সার্ভার নেম আইডেন্টিফিকেশন ব্লকিং (Server Name Identification Blocking) এবং ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) বা Deep Packet Inspection (DPI) -এর কথা।

ইন্টারনেট শাটডাউনের ক্ষেত্রে আরও যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়—

- সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্কের মতো ইন্টারনেট সংক্রান্ত বড় আন্তর্জাতিক অবকাঠামোতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে
- জাতীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট অবকাঠামো অকেজো করে দেওয়ার মাধ্যমে
- স্থানীয় আইএসপি সেবাদানকারীদের নির্দেশ প্রদান করে
- মোবাইল অপারেটর কোম্পানিদের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে
- ইন্টারনেট গেটওয়ে বন্ধের মাধ্যমে

ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের পেছনে যারা

ইন্টারনেট শাটডাউনের পেছনে এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। কখনো কখনো যান্ত্রিক ত্রুটি বা অবকাঠামোগত সমস্যার কারণেও ইন্টারনেট বন্ধ থাকতে পারে। তবে এটি শাটডাউন বা নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর বিদ্যুৎহীন পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড অকার্যকর হয়ে পড়ায় দেশের একটি বড় অংশ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছিল। এবং সেসব অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকেও যান্ত্রিক ত্রুটি হিসেবে প্রচার করা হয়।

তবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধের ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু প্রবণতা শনাক্ত করা যায়। যার মধ্যে আছে:

রাষ্ট্রীয় নির্দেশ

সরকার, আদালত বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইন্টারনেট শাটডাউন হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট শাটডাউনের পেছনে এই পক্ষটিকেই বেশি জড়িত থাকতে দেখা যায়।

রাষ্ট্র বহির্ভূত শক্তি

কোনো একটি অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কর্তৃপক্ষের বাইরে অন্য কোনো পক্ষ বা ঐ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক শক্তির মাধ্যমেও ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা হতে পারে। যেমন: কেনিয়াতে ২০২০ সালে সশস্ত্র সংগঠন আল শাবাব দুইবার ইন্টারনেট শাটডাউনের ঘটনা ঘটায়। ২০০৮ সালে আফগানিস্তানে তৎকালীন তালেবান বিদ্রোহীরাও ইন্টারনেট শাটডাউনের ঘটনা ঘটিয়েছিল।

বিদেশী আক্রমণ

কখনো কখনো বৈদেশিক আক্রমণের ফলেও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যেমন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বিদেশী শক্তি রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অঞ্চলে ইন্টারনেট শাটডাউন ঘটায়।

ইন্টারনেট বন্ধের পেছনে যত অভ্যুহাত

কখনো কখনো ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কোনো কারণ জানানো হয় না। আবার কখনো কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

সেসবের মধ্যে রয়েছে:

- পরীক্ষায় নকল বন্ধ
- সাম্প্রদায়িক সংঘাত নিয়ন্ত্রণ
- নির্বাচনে কারসাজি ঠেকানো
- অপতথ্যের প্রসার থামানো

আসলে কারণ যা থাকে:

- রাজনৈতিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ
- সভা সমাবেশ সীমিত করা
- নির্বাচন কেন্দ্রিক সক্রিয়তা প্রশমন

প্রভাব

বাংলাদেশে ইন্টারনেট শাটডাউনের প্রভাব নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা নেই। তবে এই বইটি লেখার জন্য ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বুঝতে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার অন্তত ২০ জন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং অনলাইনে বিভিন্ন সূত্র ঘেঁটে ব্যক্তি ও জনজীবনে এর নানা প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইন্টারনেট শাটডাউন সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত। নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ বাকস্বাধীনতা, তথ্যপ্রাপ্তি ও সংগঠিত হওয়ার অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সুবিধা অব্যাহত রাখা জরুরী। এছাড়াও বর্তমানে আর্থিক-সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্যও ইন্টারনেট অপরিহার্য। ইন্টারনেট শাটডাউন মানুষের জীবনযাপন ও জীবিকাকেও হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

“

ইন্টারনেট শাটডাউন মত প্রকাশের
স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ,
অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের
মতো মানবাধিকারের পরিসর সঙ্কুচিত
করে ফেলে। কারণ ডিজিটাল যুগে
এখন মানুষ জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের
মতো বিষয়গুলোর জন্যও ইন্টারনেটের
ওপর নির্ভর করে। এমনকি ইন্টারনেট
বা যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম
বন্ধ করা, রাজনৈতিক সংঘাত বা
জনস্বাস্থ্যের মতো জরুরী অবস্থার
সময় প্রাণহানিরও কারণ হতে পারে।

ডেবোরা ব্রাউন

সিনিয়র প্রযুক্তি গবেষক

অ্যাডভোকেট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

অর্থনীতি ও জীবিকায় প্রভাব

ইন্টারনেট শাটডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব বিপুল। ‘গ্লোবাল কস্ট অফ ইন্টারনেট শাটডাউন’ রিপোর্ট অনুসারে, ২০২১ সালে সরকারিভাবে ইন্টারনেট বন্ধের খরচ ছিল ৫.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৩.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। শতকরা হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৩২৪ শতাংশ।^৬

বিশেষভাবে বাংলাদেশের জন্য এমন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে নেটব্লকস (NetBlocks) নামের একটি সংস্থার টুল ব্যবহার করে বাংলাদেশে ইন্টারনেট শাটডাউনের ফলে আর্থিক ক্ষতির হিসেব পরিমাপ করেছে ডিজিটাল মাধ্যমে অধিকার নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান, ডিজিটালি রাইট। যেখানে দেখা গেছে: ইন্টারনেট শাটডাউনের ফলে একদিনের জন্য বাংলাদেশকে খোয়াতে হয় অনুমানিক ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।^৭

শিক্ষা কার্যক্রমে প্রভাব

অর্থনীতির মতো শিক্ষাখাতেও ইন্টারনেট শাটডাউনের প্রভাব ব্যাপক। বর্তমান সময়ে শিক্ষার একটি বড় অংশ স্থানান্তরিত হয়েছে অনলাইনে। ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা পরীক্ষা, সব কিছুই হয়ে পড়েছে ইন্টারনেট নির্ভর। ফলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নের কারণে শিক্ষাখাত বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কোভিড-১৯-এর পর আমাদের পাঠপদ্ধতি অনেকটাই অনলাইন নির্ভর হয়ে গেছে। এখন অনলাইনেই ক্লাস হয়, এসাইনমেন্ট নেয়। মফস্বলের সব জায়গায় ওয়াইফাই ব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোবাইলের ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহার করতে হয়। কোনো দিন ইন্টারনেট না থাকলে বা স্লো থাকলে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

“মিম শাহরিন, শিক্ষার্থী

স্বাস্থ্যসেবায় প্রভাব

স্বেচ্ছায় রক্তদান, অনলাইনে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কিংবা জরুরী প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্সের খোঁজ... এমন অনেক কাজের জন্যই এখন প্রয়োজন হয় ইন্টারনেটের। ফলে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলে বিরূপ প্রভাব পড়ে এধরনের জরুরী সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে। কখনো কখনো প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে

বর্তমানে তথ্য আদান প্রদানের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট শাটডাউন মানে তথ্যের স্বাভাবিক স্রোতকে অবরুদ্ধ করা। আর তথ্যের স্বাভাবিক ধারায় বাধা পড়লে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় সেখানে প্রসার ঘটে গুজব, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ও অপতথ্যের। এর ফলে সংবেদনশীল এই সময়ে মানুষ যেকোনো কিছু বিশ্বাস করতে পারে। যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে। ভীতি ও অনিশ্চয়তায় মানুষ যেকোনো চিকিৎসার দারস্থ হয় এবং এর মাধ্যমে বাড়ে অপচিকিৎসা ও তৈরি হয় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি।

“আশরাফুল আমিন, চিফ টেকনোলজি অফিসার, সহায় হেলথ

ইন্টারনেট শাটডাউন হলে নানান ধরনের সমস্যা হয় আমাদের। আমরা সাধারণত অনলাইনের মাধ্যমে রক্তদাতা খুঁজি। যেমন কেউ রক্ত চেয়ে অনুরোধ করলে প্রথমেই আমরা ফেসবুকে পোস্ট করি। ইন্টারনেট বন্ধ হলে আমাদের স্বেচ্ছাসেবীদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করতে পারি না অথবা গতি কম থাকলে পোস্ট করতে অনেক সময় লাগে। এখন হয়তো আমরা আমাদের ব্লাড ডোনেশন টুলের মাধ্যমেই দ্রুত রক্তদাতা খুঁজে পাই। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন রক্তদাতা পাওয়াটা একটু কষ্টকর ছিল। ডেটাবেজ থেকে রক্তদাতাদের কল দিয়ে দিয়ে রাজি করাতে হতো, রক্তদাতারা রক্ত দিলে তাদের ছবি সংগ্রহ করতে সময় লাগত। কারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করাও জরুরী। ইন্টারনেট বন্ধ হলে এরকম নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

“নিশাত, কর্মী, স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের নেটওয়ার্ক ‘ব্লাডম্যান’

ই-কমার্সে প্রভাব

অনলাইনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, ঔষধ, বাসস্থানের বিভিন্ন সেবা, উৎসবে বিশেষ কেনাকাটা ইত্যাদি অনেক কিছুই এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। শেয়ারিং অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি, সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা মোটরসাইকেল ডেকে দিন-রাত যেকোনো সময় নিশ্চিত্তে গন্তব্যে পৌঁছানো বা অনলাইন ফুড ডেলিভারি সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই খাবার আনা তো রয়েছেই। সব ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ মানুষের জীবন যাত্রাকে আরও সহজ করেছে। আবার অনলাইনে ছোট ছোট উদ্যোগ বা অ্যাপভিত্তিক কোনো সেবার ডেলিভারিম্যান হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন তরুণ প্রজন্মের অনেকে। ফলে ইন্টারনেট নির্ভর এসব সেবা দেশের অর্থনীতিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু ইন্টারনেট না থাকলে বিকল হয়ে পরে এ ধরনের সেবাগুলো।

প্রতিদিন কাজে যাবার আগে সবার আগে যেটা আমাদের দেখতে হয় তা হলো ইন্টারনেট আছে কিনা। আমাদের রুটিনার্জিই ইন্টারনেটের উপর নির্ভর করে। কোনোদিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকলে তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকতে হয়। এছাড়া তো কোনো উপায় নাই।

“ হৃদয় হোসেন, অনলাইন রাইড শেয়ারিং মোটরবাইক চালক

পড়াশোনার পাশাপাশি ফুডপান্ডায় খাবার ডেলিভারির কাজ করে খরচ চালাই। খাবার অর্ডার থেকে খাবার পৌঁছানো সব কিছুতেই ইন্টারনেট লাগে। ইন্টারনেট আছে মানে কাজ আছে, ইন্টারনেট নাই মানে বেকার।

“ শিমুল হাসান, ডেলিভারিম্যান , ফুডপান্ডা

আমাদের পুরো ব্যবসাটিই চলে অনলাইনে। কোনো দিন ইন্টারনেট সেবা বন্ধ থাকলে বেচাকেনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফেসবুকে বুস্টের জন্য যে খরচ সেটাও বৃথা যায়। সব ধরনের অনলাইন ব্যবসায়ীদের জন্য ইন্টারনেট শাটডাউন মারাত্মক ক্ষতিকর।

“ আবু সাইদ, অনলাইনে পুরোনো বইয়ের বিক্রয়

সামাজিক শৃঙ্খলা ও অধিকারের ক্ষেত্রে প্রভাব

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য যেমন নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সুবিধা প্রয়োজন। তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারনেট বন্ধ করা মানে হলো একটা ভয়ের জগতে প্রবেশ করা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ হলো বাতাসের মতো, আলোর মতো। ধরুন সূর্যের আলো যদি কখনো মেঘ দিয়ে ঢেকে যায় বা ছুট করে বন্ধ হয়ে যায়- আপনার মনে শঙ্কা তৈরী হবে। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়াও সেরকম। ইন্টারনেট শাটডাউন করে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের শাসকদের লাভ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

“ শফিকুল আলম, বাংলাদেশ ব্যুরো চিফ, এএফপি

ইন্টারনেট স্বাধীনতা না থাকা মানে কারাগারের ভেতরে ও বাইরে থাকার মাঝে ফারাক না থাকা। যে কোন সংকটের থাকে সুনির্দিষ্ট সামাজিক কারণ। সেটার যৌক্তিক সমাধান না হলে ইন্টারনেটে হাত দিয়ে কিছু হয় না। ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ মানে মানুষের জানার অধিকারে হস্তক্ষেপ।

“ আলতাফ পারভেজ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক গবেষক

অপতথ্য ও শাটডাউন

ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের পেছনে অনেক সময় অজুহাত হিসেবে গুজব, অপতথ্যের প্রসার কমানোর কথা বলা হয়। কিন্তু আদতে খুব কম ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট শাটডাউন অপতথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

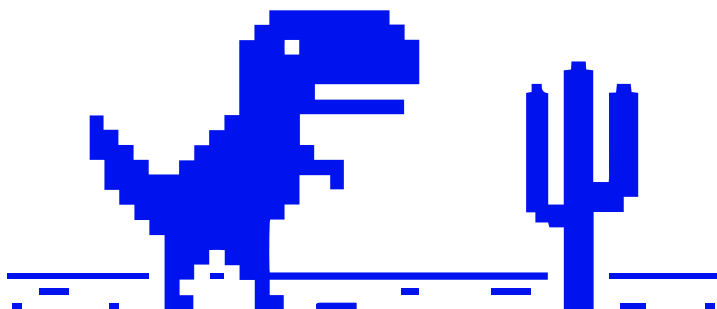
ইন্টারনেট বন্ধ থাকার সব থেকে বড় ঝুঁকি হলো ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়া। গুজব ছড়ানোর অজুহাতে যখন ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন ফেসবুক-ইউটিউবে ভুল তথ্যটিই কিন্তু থেকেই যায়। ইন্টারনেট না থাকায় রিয়েল টাইম ইনফরমেশন মানুষের কাছে পৌঁছায় না। মানুষ পুরোনো এই মিসইনফরমেশনগুলোই বারবার দেখে। ফ্যাক্টচেকাররা সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনা। আসল কথা হলো আপনি তথ্য প্রবাহকে যত বেশি সচল রাখবেন মানুষের কাছে তত বেশি সঠিক তথ্য পৌঁছাবে।

“ মুক্তাতির রশিদ রোমিও, সাংবাদিক



শাটডাউনে কী করবেন?

বর্তমানে দেশে দেশে ইন্টারনেট শাটডাউন, নেটওয়ার্কের গতি কমিয়ে দেয়া বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট, অ্যাপ ব্লক করে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ঘটনাগুলো বাড়ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অধিকার নিয়ে কাজ করা নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অ্যাকসেস নাও তাদের এক প্রতিবেদনে ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে ৩৫টি দেশে সরকারিভাবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ঘটনা নথিভুক্ত করে। কিন্তু ইন্টারনেট শাটডাউন হলে নাগরিকদের করণীয় কি?



যখন ইন্টারনেটের গতি ধীর

ফোন বুকে কোনো ব্যক্তির নাম দিয়ে আমরা একটি নাম্বার সেভ করি এবং নাম্বারে কল করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি শনাক্ত করে থাকি, ইন্টারনেটেও তেমনি প্রতিটি ওয়েবসাইটের একটি আলাদা নাম্বার আছে। প্রশাসনিক নির্দেশে আইএসপি থেকে কোনো নির্দিষ্ট ডিএনএস'কে ফিল্টার করা হতে পারে বা ট্র্যাফিক দিয়ে গতি কমিয়ে দেয়া হতে পারে।

এমন অবস্থায় ব্যবহারকারীরা নিজের মোবাইল ফোনে ডিএনএস ক্লাউড ফায়ার 1.1.1.1 বা গুগলের মতো পাবলিক ডিএনএস ব্যবহার করে ফিল্টারিং এড়াতে পারেন। আবার ভিপিএন ব্যবহারও এক্ষেত্রে একটি ভালো উপায় হতে পারে।

২০২২ সালে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে বাংলাদেশে একাধিকবার এই পদ্ধতিতে ইন্টারনেট শাটডাউন করা হয়েছে। ইন্টারনেটের গতি ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা— সেটি বোঝাও মাঝেমাঝে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ সরকারি নির্দেশ ছাড়াও যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে এটি হতে পারে। এমন অবস্থায় বৈশ্বিকভাবে বড় বড় ইন্টারনেট কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলো ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ আছে কিনা— তা জেনে নিতে পারেন ডাউন ডিটেক্টরের (downdetector.com) মতো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।^৮

যখন অ্যাপ বা সাইট ব্লকড

বাংলাদেশে অতীতে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা উন্মুক্ত পরিষেবা ব্লক করার মতো ঘটনাও। ২০১২ সালে ধর্মীয় আপত্তিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ইউটিউব বন্ধ করে দেয় বিটিআরসি।^৯ ২০১৫ সালে ফেসবুক এবং কয়েকটি মোবাইল যোগাযোগ অ্যাপ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেন্সরশিপের আরও কিছু ঘটনা:

২০১৭ সালে, ভারতের একটি সংবাদ ওয়েবসাইট ‘দ্য ওয়্যার’ যেন বাংলাদেশের ভেতরে দেখা না যায়, সেজন্য সেটিকে ব্লক করেছিল বিটিআরসি।

২০২০ সালে গুগলের ফায়ারবেস সেবা বন্ধ করা হয় বাংলাদেশ থেকে। যার কারণে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় অ্যাপ ডেভলপিং সেক্টরের ফ্রিল্যান্সারদের।

ভিপিএন ব্যবহার

অনলাইনে নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ এড়ানোর অন্যতম জনপ্রিয় উপায় ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন ব্যবহার। ভিপিএন হচ্ছে এমন এক প্রাইভেট নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে কোনো অঞ্চলে ব্লক করা ওয়েবসাইট বা অ্যাপে প্রবেশ করা যায় ব্যবহারকারীর অবস্থান এবং সার্ভার সংক্রান্ত তথ্য বদলে দিয়ে। যেন কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ব্লক করা থাকলেও তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা যাদের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটের সেবা গ্রহণ করি, তারা যদি এই ব্লকগুলো কার্যকর করে থাকে, তাহলে এমন ভিপিএন-এর ব্যবহার ভালো ফলাফল দেয়। তবে এটিও মনে রাখা দরকার যে, বিনামূল্যের ভিপিএন কিছু নিরাপত্তা ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে।

কিছু কার্যকরী ভিপিএন:

- টানেলবিয়ার (TunnelBear)
- মুলভাদ (Mullvad)
- বিটমাস্ক (Bitmask)

কেবলমাত্র আংশিক ইন্টারনেট শাটডাউন এবং অ্যাপস, ওয়েবসাইট ব্লকের ক্ষেত্রে ভিপিএন ব্যবহারের সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

বৈধতা: আপনার দেশে ভিপিএন ব্যবহার করা আইনত বৈধ কিনা।

তথ্য সুরক্ষা: যে ভিপিএনটি ব্যবহার করছেন তা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে কিনা।

সার্ভার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া: ভিপিএনটি কোন দেশের সার্ভার ব্যবহার করছে এবং সার্ভার থেকে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে না— তা নিশ্চিত হওয়া।

সক্ষমতা: ভিপিএনটি আপনার কাক্ষিত গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারছে কিনা— তা খতিয়ে দেখা। যদি না পারে, তাহলে আপনাকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে।

দ্য অনিয়ন রাউটার বা টর ব্রাউজার

নিজের আইপি এড্রেস প্রকাশ না করে নিরাপদভাবে ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন্য বেশ কার্যকরী একটি মাধ্যম টর ব্রাউজার। টর (TOR)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে The Onion Router। পেঁয়াজ যেমন কয়েকস্তরের পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে, ঠিক সেভাবে টর ব্রাউজারেও কমপক্ষে তিনটি স্তর থাকে। আর এই স্তরগুলোর মাধ্যমে ইউজারের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। কোনো ওয়েবসাইট ব্লক করা থাকলে তা এড়ানোর একটি কার্যকরী টুল হতে পারে টর ব্রাউজার।

টর ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে

টর ব্রাউজারের কাজের প্রক্রিয়াকে অনিয়ন রাউটিং বলা হয়। এখানে পেঁয়াজের স্তরের মতো কমপক্ষে তিনটি রিল বা নোড থাকে। রিল বা নোড হলো বিভিন্ন স্তর বা রাস্তা যার মধ্য দিয়ে ব্যবহারকারীর তথ্যের সুরক্ষা দেওয়া হয়। একজন ব্যবহারকারী যখন কোনো জিজ্ঞাসা প্রেরণ করেন বা সন্ধান করেন, তখন তা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরে প্রেরিত হয়। জিজ্ঞাসাটি যখন একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছায় তখন পেছনের স্তরের তথ্য মুছে যায়। কারণ প্রতি স্তরেই ডেটা এনক্রিপ্ট হয়ে থাকে। আইপিও বদলে যায়।

অ্যাপ সাইডলোডিং

কখনো কখনো ইন্টারনেট শাটডাউনের অংশ হিসেবে অ্যাপস স্টোর থেকে প্রয়োজনীয় কোনো অ্যাপ সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে অ্যাপ সাইডলোডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি নিবন্ধিত অ্যাপ স্টোরের বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারবেন। তবে কেবলমাত্র অ্যান্ড্রয়েড অপারেটর ব্যবহৃত হয়েছে এমন স্মার্টফোনের জন্যেই এটি প্রযোজ্য। অ্যাপ সাইডলোডিং পদ্ধতির জন্য নিবন্ধিত অ্যাপ স্টোরের বাইরে থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করতে হয় বলে সেখানে কিছু ঝুঁকিও থাকতে পারে।

যখন ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ

যদিও বাংলাদেশে ইন্টারনেট সুবিধাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা খুব বেশি নয়। তবুও ভবিষ্যতে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের আশঙ্কার কথা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাধারণত বিক্ষোভ বা রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট সেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্টারনেট বিহীন এরকম অবস্থায় যোগাযোগের একটি কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে মেশ নেটওয়ার্ক।

ওয়্যারলেস মেশ নেটওয়ার্কিং

মেশ টপোলজির প্রতিটি নেটওয়ার্কের অধীনে থাকা ডিভাইসগুলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট বা পিয়ার টু পিয়ার পদ্ধতিতে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এজন্য কোনো কেন্দ্রীয় ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না। তবে এই নেটওয়ার্ক তৈরী করার জন্য ডিভাইসগুলোকে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে থাকতে হয়।

কিভাবে কাজ করে এই নেটওয়ার্ক?

কোনো ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই বা অ্যাপলের মাল্টিপিয়ার কানেক্টিভিটি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে একাধিক স্মার্টফোনের মধ্যে পিয়ার-টু-পিয়ার সংযোগ স্থাপন করা যায় এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। যেসব স্মার্টফোনে অ্যাপটি আছে, সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে। যেখানে দু'জন ব্যবহারকারী নিজেদের ব্লুটুথ সংযোগ সীমার বাইরে থাকলেও অন্য ব্যবহারকারীর স্মার্টফোন ব্যবহার করে নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারে। তবে এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি ডিভাইস ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে থাকতে হবে। এখানে পাবলিক ও প্রাইভেট, দুই উপায়েই মেসেজ পাঠানো যায়। পাবলিক নেটওয়ার্কের মেসেজ সব ব্যবহারকারীই দেখতে পারবেন। আর প্রাইভেট মেসেজ এনক্রিপটেড থাকবে, এটি শুধু প্রেরক আর প্রাপকই দেখতে পারবেন। মেশ নেটওয়ার্কে চালানোর উপযোগী বেশ কয়েকটি অ্যাপ আছে। যেমন ফায়ারচ্যাট (FireChat), ব্রিজফাই (Bridgefy), ব্রিয়ার (Briar), মেশেঞ্জার (Meshenger)।

তবে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মেশ নেটওয়ার্কের কিছু অ্যাপসে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য উন্মোচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করেছেন।



ইন্টারনেট গতি পরিমাপ

ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।
কীভাবে নিশ্চিত করবেন যে, আপনার ব্যবহৃত ইন্টারনেট
নিয়ন্ত্রণের মুখে পড়ছে? এ নিয়ে সুস্পষ্ট তথ্য থাকা জরুরী।

ইন্টারনেট গতি পরিমাপ কেন জরুরী

কোনো বিশেষ কারণে যদি ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা করা উচিত একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে। কিন্তু, আগেও যেমনটি বলা হয়েছে, খুব কম ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট শাটডাউনের ব্যাপারে ‘প্রয়োজনীয়তা ও সমানুপাতিকতার’ কাঠামো অনুসরণ করা হয়। ইন্টারনেট শাটডাউনের আগে পূর্ব সতর্কতা জারির কথা বলা থাকলেও, কর্তৃপক্ষ প্রায়ই সেটি জানায় ইন্টারনেট শাটডাউনের পরে। কখনো কখনো সেটিও জানানো বা স্বীকার করা হয় না। তাই নিয়মিত গতি পরিমাপের মাধ্যমে ইন্টারনেট শাটডাউন রেকর্ড করা প্রয়োজন।

২০২২ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। যেখানে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ফলে মানবাধিকারের ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবগুলো পড়ে— সেগুলো তুলে ধরেন। সেখানে এই তথ্যও উঠে আসে যে, ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ঘটনায় “প্রয়োজনীয়তা এবং সমানুপাতিকতার মতো মৌলিক শর্তাবলীগুলো খুব কমই পূরণ করা হয়েছে।”^{১০}

ইন্টারনেট শাটডাউন পরিমাপের প্রয়োজনীয় টুল

মেজারমেন্ট ল্যাব অ্যাপস

MLAB

ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে কিনা, বা গতি স্বাভাবিক আছে কিনা— তা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন অ্যাপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মেজারমেন্ট ল্যাবের (এম-ল্যাব) অ্যাপটি অন্যতম। এটির মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেটের গতি পরিমাপ করতে পারবেন এবং প্রাপ্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়াও ইন্টারনেটের গতি পরিমাপ করে— এমন অন্য আরও অনেক অ্যাপ দিয়েও এসব তথ্য যাচাই করে নিতে পারবেন।

ওপেন অবজারভেটরি অফ নেটওয়ার্ক ইন্টারফারেন্স

ওপেন অবজারভেটরি অফ নেটওয়ার্ক ইন্টারফারেন্স (ওওএনআই) একটি ওপেনসোর্স প্রকল্প, যেটি বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সেন্সরশিপ নিরীক্ষণ করে

এবং স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী অ্যাপটি সামাজিক মাধ্যম বা মেসেজিং সাইটের ব্লকিং সনাক্ত করে এবং ফলাফলগুলি নিয়মিত প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে।

সোশ্যাল মিডিয়া বা মেসেজিং অ্যাপস বন্ধ কিনা— তা যাচাই করার জন্য এটি খুব কার্যকরী টুল। এখানে আপনি ওয়েবসাইট, মেসেজিং অ্যাপস বন্ধ আছে কিনা তা যাচাই করতে পারবেন। আপনার যাচাইয়ের ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ওওএনআই-এর কাছে পৌঁছে যাবে। যা স্বাধীন গবেষকেরা বিনামূল্যে দেখতে ও ব্যবহার করতে পারবেন। তবে অ্যাপটি আপনার অবস্থান ও আইপি অ্যাড্রেস গোপন রাখতে পারে না।

ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কিত তথ্য কোথায় পাবেন?

ইন্টারনেট শাটডাউন নিয়ে তথ্য পাওয়ার একাধিক মাধ্যম আছে। এর কোনটিতে আপনি রিয়েলটাইম ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কে তথ্য পাবেন। আবার কোনোটিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দেশে ঘটা ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন খুঁজে পাবেন।

রিয়েল টাইম তথ্য জানতে

NetBlocks – বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে ঘটা ইন্টারনেট শাটডাউনের খবরগুলো তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করে থাকে সংস্থাটি। আপনি নেটব্লকসের টুইটার হ্যান্ডলে ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কিত নিয়মিত আপডেট পাবেন।

Internet Outage Detection and Analysis (IODA) – এই ওয়েবসাইট কয়েকটি মানদণ্ড বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন স্থানের ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে থাকে। এখানে লাইভ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন দেশের ইন্টারনেট পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

explorer.ooni.org – সোশ্যাল মিডিয়া বা মেসেজিং অ্যাপ বন্ধ আছে কিনা অথবা কোনো ওয়েবসাইট, সংবাদমাধ্যম সেন্সরশিপের শিকার হয়েছে কিনা— সে সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব এই টুলটি ব্যবহার করে।

Internet Society Pulse tracker – বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট স্বাধীনতার প্রসার ও সেবার মান বাড়ানো নিয়ে কাজ করা সংগঠন, ইন্টারনেট সোসাইটি পরিচালনা করে এই লাইভ ড্যাশবোর্ড। এর মাধ্যমে আপনি দুনিয়া জুড়ে ঘটে চলা ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।



ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন পাবেন যেখানে

অ্যাকসেস নাও প্রতিবেদন – বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট শাটডাউনকে নথিভুক্ত করে নিয়মিত বিরতিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে সংস্থাটি।

স্টপ ডেটাবেজ (STOP database) নামে তাদের একটি উদ্যোগ আছে, যেখানে সংস্থাটির ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কিত সব তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

The Google Transparency Report – এই রিপোর্টের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিসরে ইন্টারনেটে প্রবেশযোগ্যতা, ইন্টারনেটের স্বাধীনতা, সেন্সরশিপসহ ডিজিটাল মাধ্যমে অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পাবেন।

Facebook's Transparency Center – ইন্টারনেট স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে প্রকাশ করে থাকে। প্রতিবেদনে বৈশ্বিক পরিসরে ইন্টারনেট শাটডাউন প্রবণতা ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়।

Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA), Censored Planet এর মতো উদ্যোগগুলিও ইন্টারনেট শাটডাউন, সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যাপ বন্ধের ঘটনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে থাকে।



ইন্টারনেট অধিকার রক্ষায় তরুণদের ভূমিকা



সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটির উপরে, যার একটি বড় অংশ তরুণ। এবং এই তরুণ প্রজন্মের জন্য বর্তমানে ইন্টারনেট পরিণত হয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য অংশে। শিক্ষা, চিকিৎসা, কেনাকাটা, সামাজিক যোগাযোগ থেকে শুরু করে অর্থ উপার্জনের জন্যও এখন ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পড়েছেন অনেকে। ইন্টারনেটে তথ্যপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে জীবনজীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আরও নানা দিক দিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় তরুণ প্রজন্মকে। ফলে বলাই বাহুল্য যে, ইন্টারনেট বর্তমানে মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে এবং নিশ্চিতভাবেই এটি পরিণত হয়েছে একটি নাগরিক অধিকারে।

জাতিসংঘের মতে, ইন্টারনেট থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা হলে মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়। আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়নের সাবেক মহাসচিব হামাদুন তোরে যেমন বলছেন “মানুষের হাটার রাস্তা কিংবা খাবার পানির মতো, ইন্টারনেটও একটি অপরিহার্য অধিকার হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত”।” ফলে ইন্টারনেটের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা তরুণদের নাগরিক ও মানবাধিকারকেও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই ইন্টারনেট শাটডাউনের বিরুদ্ধে তরুণদের সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ইন্টারনেট অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি

বর্তমানে দেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটির কাছাকাছি। এই জনসংখ্যার বড় অংশই স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তবে ইন্টারনেট অধিকার কিংবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা আছে খুব সামান্যই। ফলে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল অধিকার নিয়ে তরুণদের নিজ পরিসর এবং এর বাহিরে সচেতনতা বাড়ানোর অবকাশ আছে। তারা বিভিন্ন স্কুল- কলেজে ডিজিটাল অধিকার, ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনার মতো সৃজনশীল উপায়ে ইন্টারনেট অধিকার নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার পাটাতন তৈরি করতে পারে। ছোট ছোট ক্লাব এবং ফোরামের মাধ্যমে ইন্টারনেট অধিকার নিয়ে চর্চা এবং তাতে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা এক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী পদ্ধতি।

শাটডাউনের সময় কমিউনিটির মানুষদের জরুরী যোগাযোগ ও তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা

সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেট শাটডাউনের সময়ে কমিউনিটিতে একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরী হয়। বাধাগ্রস্ত হয় অনলাইনে যোগাযোগ। ফলে এসময়ে ভুল তথ্য, গুজব, বা অপতথ্য বেশি করে ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কাও বাড়ে। এরকম অবস্থায় তরুণরা নিজ কমিউনিটির মানুষের মাঝে সঠিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং জরুরী তথ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারে।

নেটওয়ার্ক মেজারমেন্টের মাধ্যমে গবেষকদের জন্য তথ্য যোগান দেওয়া

ইন্টারনেট অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা একান্ত জরুরী। কোনো স্থানে ইন্টারনেট সেবা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা বা কোনো জরুরী যোগাযোগ মাধ্যম ব্লক করা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য বিনামূল্যের বেশ কিছু টুল আছে। বেশিরভাগ টুলই স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এবং তরুণরা এসব টুলের মাধ্যমে ইন্টারনেট গতিবিধি পর্যালোচনা করে নিজেরাই ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। পাশাপাশি, তাদের সরবরাহ করা এসব উন্মুক্ত তথ্য গবেষক বা সাংবাদিকেরাও ব্যবহার করে মুক্ত ইন্টারনেট পরিসর গড়ে তোলায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

- সমতাভিত্তিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ও কর্পোরেট জবাবদিহি বাড়ানোর জন্য তরুণরা ইন্টারনেট অধিকার সম্পর্কে নিজ পরিসরে আলাপ আলোচনা জারি রাখতে পারে।
- ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন হলে তা অধিকার কর্মীদের জানাতে পারে।
- ইন্টারনেট অধিকার বিষয়ে শিক্ষাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

সকলের সমান ইন্টারনেট পরিষেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। ইন্টারনেট সুবিধার সমতা তৈরিতে তরুণদের কর্তৃপক্ষ এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী টেলিকম সংস্থাগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে কাজ করা প্রয়োজন। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হলে তার জন্য দায়িত্বশীল মহল যেন আগাম সতর্কবার্তা জানায় এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে উন্মুক্ত রাখে সে বিষয়ে তাদের অবগত করা যেতে পারে। পাশাপাশি, তরুণরা ইন্টারনেট স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে লেখালেখি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময়, মুক্ত আলোচনার মতো গণতান্ত্রিক উপায়ে কর্তৃপক্ষের এবং কর্পোরেট জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে কাজ করতে পারে।

তথ্যসূত্র

- ১ <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/> (Accessed: 5 May 2023)
- ২ <https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-10/FOTN2022Digital.pdf> (Accessed: 7 May 2023)
- ৩ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Internet-shutdowns-and-human-rights.pdf> (Accessed: 15 May 2023)
- ৪ <https://www.theguardian.com/world/2005/feb/11/nepal.randeepamesh> (Accessed: 2 May 2023)
- ৫ <https://restofworld.org/2022/blackouts/#/special-operation-and-peace> (Accessed: 5 May 2023)
- ৬ <https://www.top10vpn.com/research/cost-of-internet-shutdowns/> (Accessed: 27 May 2023)
- ৭ <https://preparepreventresist.org/wp-content/uploads/2023/02/Optima-Bangladesh-Report.pdf> (Accessed: 27 May 2023)
- ৮ <https://downdetector.com/> (Accessed: 21 May 2023)
- ৯ <https://shorturl.at/bcjq9> (Accessed: 9 May 2023)
- ১০ <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5055-internet-shutdowns-trends-causes-legal-implications-and-impacts> (Accessed: 11 May 2023)
- ১১ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8548190.stm> (Accessed: 24 May 2023)

activate rights//

একটিভেট রাইটস হলো ডিজিটাল অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি অলাভজনক উদ্যোগ। যার লক্ষ্য বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে ডিজিটাল ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, ডেটা অধিকার এবং ইন্টারনেট স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও ডিজিটাল অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি, ডকুমেন্টেশন এবং নেটওয়ার্ক পরিমাপের মতো কাজেও একটিভেট রাইটস স্বেচ্ছাসেবায় কাজ করে। তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে একটি উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সকলে স্বাধীনভাবে তাদের ডিজিটাল অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

www.activaterights.org
facebook.com/activate.rights